দৈনিক
জনকণ্ঠ

23 FEB 2003

'গ' ইউনিটে জালিয়াতি

ঢাবির পুরো অনার্সে ভর্তি পরীক্ষা নিয়েই সন্দেহ!

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের ('গ' ইউনিট) অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ধরা পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো অনার্স ভর্তি পরীক্ষা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বাণিজ্য অনুষদের পর অন্যান্য ('ক' 'খ' 'ঘ' ইউনিট) অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় ও জালিয়াতি হয়েছে কি না সেটিই এখন খোঁজা হচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি নিয়ে (৭- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ঢাবির পুরো অনার্সে (প্রথম পাতার পর)

আজ রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যেই উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ সংশ্লিষ্ট ডিনদের ব্যাপারটি কঠোরভাবে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গেছে, গত ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক জালিয়াতি ধরা পড়ে। জালিয়াতির কারণে এই ইউনিটের ৮শ' শিক্ষার্থীর ফলই স্থগিত করা হয় এবং ১০ শিক্ষার্থীর ভর্তি প্রাথমিকভাবে বাতিল করা হয়। এই খবর দৈনিক জনকণ্ঠসহ কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে কর্তৃপক্ষের মনে সব পরীক্ষা নিয়েই সন্দেহ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ বলেন, ব্যাপারটি আমরা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। আর এ কারণেই আজ রবিবার সভা ডেকেছি। তিনি জানান, ইতোমধ্যে ব্যাপারটিতে। কঠোরভাবে হস্তক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছি।

এদিকে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ধরা পড়ায় ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এক শিক্ষক ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, যে প্রক্রিয়ার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এখনও সর্বোচ্চ পর্যায়ে, সেটিই আজ জালিয়াত চক্রের হাতে বন্দী। এটি শুধু দুঃখজনকই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামের ক্ষেত্রেও হুমকিস্বরূপ। আরেক ছাত্র বলেছেন, যে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশও বাতিল হয়ে যায়, সেখানে আজ দুর্নীতি করে ভর্তি হচ্ছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যে গর্ব ছিল তা আজ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক বছর আগে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৫ ছাত্র সাক্ষাতকারে দেরি করে এলে তাদের ভর্তি বাতিল করা হয়। পরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এই ১৫ ছাত্রের জন্য উপচার্যের কাছে সুপারিশ করলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।